দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা: কলাম ...

বাস্তবায়ন পর্যায়ে সমাজকে সম্পৃক্ত করার জন্য ১৩৩৮০টি ওয়ার্ড কমিটি, ৪৪৫০টি ইউনিয়ন কমিটি, ৪৮১টি থানা কমিটি এবং ৬৪টি জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। এসব কমিটির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সংগে জনগণকে সম্পৃক্ত করার সচেতন প্রয়াস নেওয়া হয়। স্যাটেলাইট ও কম্যুনিটি স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য বিতরণ ও স্কুল আকর্ষণীয়করণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

(খ) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপনঃ শিক্ষক, প্রশিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক এবং কর্মকর্তাদের সমন্বিত প্রয়াসে শিশুরা আসছে প্রাথমিক শিক্ষাধারায় এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর একনিষ্ঠ সাধনায় বিকশিত হচ্ছে শিক্ষার্থীর মেধা, মনন এবং সামগ্রিকভাবে জীবন। সুতরাং এদের মেধা, শ্রম ও সাংস্কৃতিক প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ এদেরকে পুরস্কৃত করার লক্ষ্যে তাই প্রতিবৎসর পালন করা হয় জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ। জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার, শিশুশিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়। পিটিআই প্রশিক্ষণার্থীদের প্রস্তুতকৃত ৮ ধরণের শিক্ষোপকরণের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(গ) প্রাথমিক শিক্ষাপক্ষ উদ্‌যাপন ও বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণঃ প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসার আন্দোলনকে সামাজিকরণ করার সুচিন্তিত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে 'প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ' উদ্‌যাপন করা হয়। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণনীতি এবং শিক্ষাপক্ষের অনুষ্ঠানে পুস্তক বিতরণের কৌশল গ্রহণ মূলত একই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। জনসাধারণকে সরকারী প্রচেষ্টায় অংশীদার করা, নিজের ও অপরের আনন্দ বেদনায় সংগী করা বিশেষ করে স্কুলকে ঘিরে নিজের ও সন্তানের বর্তমান ও ভবিষ্যত স্বপ্ন রচনা করায় অভ্যস্ত করার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিশুদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার, নববর্ষের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ এবং শিশু জরিপের ফলাফল ইত্যাদি বিষয়ে সমাজের নেতৃবৃন্দ, অভিভাবকগণ ও শিক্ষকবৃন্দসহ স্থানীয় কর্মকর্তাগণ সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে মতামত বিনিময় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(ঘ) গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচারণাঃ প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। সমাজকে অবহিতকরণ ও সম্পৃক্তকরণে প্রচার মাধ্যমের বিশ্বজনীন ভূমিকার কথা স্মরণে রেখে পোষ্টার, অডিও, ভিডিও এবং সংবাদপত্র সহ নানা ধরণের মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে 'সবার জন্য শিক্ষা' একটি জনপ্রিয় শ্লোগান রূপে আজ সর্বত্র দৃশ্যমান।

৮.০০ প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মনোন্নয়ন

বাংলাদেশের বর্তমান স্কুল বয়সী শিশুদের প্রায় অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষা ধারায় আজ সম্পৃক্ত। কিন্তু গুণগত মাপদন্ডের বিচারে শ্রেণীভিত্তিক শিখন যোগ্যতাগুলো সকল শিশু যথাযথভাবে অর্জন করতে পারছে না। এ না পারার মধ্যে যে সব কারণ রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষাক্রম, শিক্ষকযোগ্যতা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণে সাম্প্রতিকতার অভাব এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রের সকল পর্যায়ে দায়বদ্ধতা ও যোগ্যতার স্বল্পতা। সুতরাং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমনঃ

(ক) শিক্ষাক্রম উন্নয়নঃ দেশকাল, সমাজ ও জাতির সাম্প্রতিকতম চাহিদার আলোকে একটি দেশের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম রচিত হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে জাতির চাহিদার প্রকৃতি যায় বদলে। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম এ পালাবদলের একটি ধারা সম্পূর্ণ করেছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা, পরিবেশ তথা বিজ্ঞানময় বর্তমান জীবন এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিনির্ভর সময়কে ঘিরে রচিত আমাদের দেশের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ। দেশকাল ও সময়ের দাবী মেটাতে এ শিক্ষাক্রম সক্ষম বলে আশা করা যায়।

(খ) পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধিঃ পেশাগত কাজে দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক জ্ঞান থাকা একান্ত অপরিহার্য। বিশেষ করে যে জনশক্তি সারাদেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সুবিশাল কর্মকান্ডের সংগে জড়িত, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাক্রম, শিক্ষাদানপদ্ধতি, পাঠদান কলাকৌশল, ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী যে নবতর ধ্যানধারণার উদ্ভব হচ্ছে- তাদেরকে সে সম্পর্কে অবহিত করা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগসহ তার অধীনস্থ অধিদপ্তর, দপ্তর এবং প্রকল্পসমূহের মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক এবং শিক্ষকদের এক বিরাট অংশ পেশাগত জ্ঞানে আজ সমৃদ্ধ। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে শিক্ষকদের শিক্ষাক্রম বিষয়ে অবহিতকরণ কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত প্রধান শিক্ষকদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণী ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(গ) শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগ জাতীয় পর্যায়ে এবং মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সক্রিয় উদ্যোগ নেয়। অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন ধরণের পেশাগত প্রতিষ্ঠান যেমন নেপ, ৫৪টি পিটিআই এবং ক্লাষ্টার পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এতদ্ব্যতীত অধিদপ্তর উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের আর্থিক যোগান ও সমন্বয়সাধন করে। বর্তমানে ২ ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। যথাঃ (ক) পিটিআই ভিত্তিক সি.ইন.এড কোর্স এবং (খ) চাকুরী কালীন সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ বা সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ।

(ঘ) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি ময়মনসিংহঃ ময়মনসিংহ অবস্থিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। একাডেমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, থানা ও জেলা পর্যায়ে শিক্ষা অফিসার এবং পিটিআই শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, ও প্রশিক্ষণোত্তর মনিটরিং এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(ঙ) মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ সরকার প্রতি থানায় ইতোমধ্যে– ১টি করে মোট ৪৮১টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে মডেল স্কুল ঘোষণা করেছে। নবতর আঙ্গিক মডেল স্কুলে শিক্ষক, আসবাবপত্র, স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা, শ্রেণীকক্ষ, গ্রন্থাগার, শিক্ষোপকরণ, খেলাধূলার সরঞ্জাম, কাবদল গঠনের সুবিধা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এ বিদ্যালয়গুলোকে থানা পর্যায়ে শিক্ষকদের চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে। প্রস্তাবিত থানা রিসোর্স সেন্টারগুলোর সঙ্গে ভবিষ্যতে এর একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, মডেল স্কুলকে একটি অনুসরণযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার সব ধরনের প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।

(চ) লাইব্রেরী উন্নয়নঃ পিটিআই সমূহ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পাঠাগার-গুলোকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিক্ষাবিষয়ক তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক অভিজ্ঞতাজাত গ্রন্থাদির ব্যাপারে গবেষণাধর্মী ও সমীক্ষাধর্মী কর্মসূচী বাস্তবায়ন যেমন সম্ভব হবে তেমনি দেশের প্রাথমিক শিক্ষার যুগোপযোগী পরিবর্তনে ভবিষ্যত কর্মীদের জন্য গ্রন্থাগার পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে। ইতোমধ্যে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজনে প্রচুর পুস্তক ক্রয় করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পুস্তক সংগ্রহ করা হবে।

(১৪ পাতায় দেখুন)

(১০-এর পাতার পর)

মডেল স্কুলসহ প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং তখন কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন হবেনা-শিক্ষার্থীরা মানুষের মতো মানুষ হবার সকল গুণাবলী অর্জন করার সুযোগ পাবে। আগামী প্রকল্পে ৪৮১টি মডেল স্কুলে উন্নততর পাঠাগার গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

(ছ) নিবিড় ভাষা শিক্ষার পদ্ধতিঃ প্রাথমিক শিক্ষা গুণগত মান বৃদ্ধিতে নিবিড়ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি ও নিবিড় জেলা কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। বহুমুখী শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন-বিকাশের দ্বারা কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব ও নেতৃত্ব প্রদানের চেতনা বিকশিত হবে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে "নিবিড় ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি" ও "নিবিড় জেলা কর্মসূচী" হাতে নেয়া হয়েছে। এই দুইটি পদ্ধতি সারা দেশে সফলভাবে প্রয়োগ করতে পারলে একাধারে শিশুর মনন ও মেধার বিকাশ যেমন হবে, আবার তেমনি কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানের চেতনা বিকশিত হবে।

৯.০০ উপসংহারঃ

সামাজিক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, উৎপাদন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষার বিকল্প কিছু নেই। একটি দেশের উৎসমূল শিক্ষার্থীর শ্রেণীকক্ষ। এই সত্যটি আজ বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত। শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগ মানে অধিকতর উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়া। সরকার দেশ থেকে আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা নির্মূল করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। একই সময়ের মধ্যে সরকার প্রতিটি গ্রামের সকল শিশুর নাগালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিকরতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতা হয়ত সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচক নয়, তবুও শিশু ভর্তির ক্ষেত্রে,শিক্ষাক্রম প্রণয়নে, শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিকরণে সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছে। সমাজের মধ্যে থেকে শিক্ষার অন্তর্গত চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠী শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছে। সরকারের পক্ষ থেকেও শিক্ষায় বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে, অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের প্রাসঙ্গিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে।

১৯৯৭-২০০১ সালের জন্য সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নকল্পে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে বিশ্ব সভায় বাংলাদেশ কখনই উপযুক্ত স্থান করে নিতে পারবেনা। সেই আলোকেই সরকার প্রাথমিক শিক্ষার রূপরেখা সময়োপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা নানা অভিজ্ঞতা ও চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে আজ প্রত্যাশিত সাফল্যের দিকে অগ্রসরমান। দেশের নিভৃত জনপদের মা বাবাও আজ প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং নিজের সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়েছেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক অসম্পূর্ণতা আছে, প্রতিবন্ধকতা আছে, সম্পদের অপ্রতুলতা আছে তবুও কালের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার অভিজ্ঞতায় এ সত্যটি আজ সকলের নিকট স্পষ্ট যে, শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষাই শক্তি।